K. AHASAN REZA
CINEMATOGRAPHER
CALCUTTA

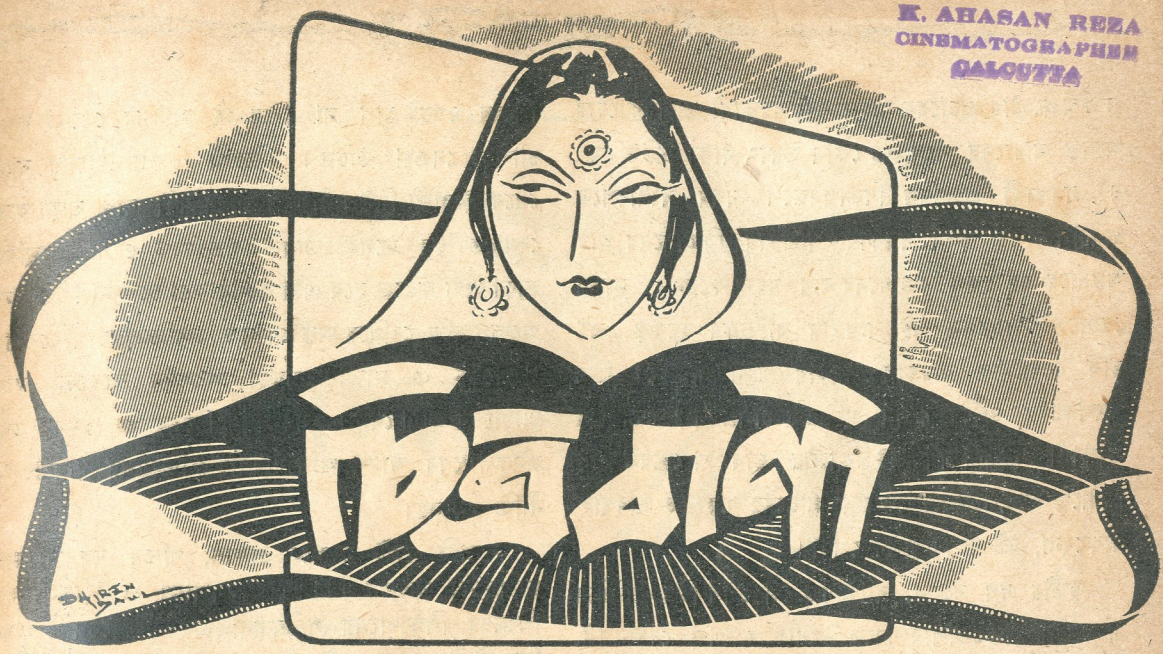

প্রথম বর্ষ ঃঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ ঃঃ নবম সংখ্যা

নিউজরীল ও ডকুমেণ্টারী ছবি

গত ৩রা জুন থেকে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় তোলা অনুমোদিত ছবি দেখাবার বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে চেয়েছিলেন ভারত গভর্ণমেণ্ট। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক চিত্রগৃহকেই দু'হাজার ফুট ফিল্ম—নিউজরীল এবং ডকুমেণ্টারী ছবি—প্রদর্শন করতেই হবে এবং ছবির ভাড়া বাবদ ছবিঘরের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে পাঁচ টাকা থেকে দেড়শ টাকা অবধি দিতে হবে। এই শ্রেণীবিভাগ সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীরাই কর'বেন চিত্রগৃহের সাপ্তাহিক টিকিট বিক্রয়ের টাকার অনুপাতে। কিন্তু সেটা সাম্প্রতিক টিকিট বিক্রয়ের অনুপাতের ভিত্তিতে হবে না, হবে গত বছর এবং তার অগেকার কয়েক বছরের হিসাবের উপর।

এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন মহল থেকে বাদ প্রতিবাদ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। চিত্রগৃহের মালিকরা বলেছেন, চিত্রগৃহের এই শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতিটাই সম্পূর্ণ অসঙ্গত। কেননা, এ বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে আমোদকর বৃদ্ধির ফলে টিকিট বিক্রয়ের অঙ্ক শোচনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং সাম্প্রতিক এই হিসাবকে অগ্রাহ্য করে বিগত কয়েক বছরের অর্থাগমের অনুপাতে ভাড়া ধার্য্য করলে তা চিত্র প্রদর্শকদের ওপর অকারণ চাপ দেওয়ারই নামান্তর হবে। তাছাড়া বিদেশী চিত্র প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নতুন নিউজ রীল বা ডকুমেণ্টারী ছবি—যা তাঁরা প্রদর্শনের জন্য ভাড়া নেন, ছবির তারতম্য অনুসারে তার দু'হাজার ফুটের সর্ব্বোচ ভাড়া পঁচাত্তর টাকা। উপরন্তু সব ছবিঘরেই কিছু আর নতুন এই জাতীয় ছবি দেখানো হয় না। অনেকেই পুরাতন নিউজ রীল ও ডকুমেণ্টারী ছবি অনেক অল্প ভাড়াতে এনে দেখান। বলা বাহুল্য, তাঁদের এই অনুযোগ একান্তই যুক্তিসঙ্গত।

আর একদল বলছেন, সরকারী চিত্র বিভাগের তোলা এই সব ছবি জনস্বার্থ ও জনশিক্ষার কাজেই নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। সে ক্ষেত্রে এই সব ছবিকে শিক্ষামূলক এবং সেই সঙ্গেই সরকারের প্রচারমূলক ছবি বলতে হবে। স্বাভাবিক কারণেই এই ছবিগুলিও তাহলে সরকারী পরিকল্পনা

ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রচারের বাহন এবং সরকারী প্রচারকার্য্যের অন্যান্য মাধ্যমের সঙ্গে এর কোন তফাৎ থাকা উচিত নয়। এই সরকারী প্রচারবস্তু বিজ্ঞাপনরূপে যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তখন সরকার পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার অনুসারে এই সকল বিজ্ঞাপনের ব্যয় বহন করেন। ছবির বেলাতেই বা কেন এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হবে? এই ছবি দেখানোর ব্যয়ভার সরকার বহন না করে চিত্র প্রদর্শকদের ওপরে কোন্ যুক্তিতে চাপাবেন? তাছাড়া সরকারী চিত্রবিভাগ এই জাতীয় ছবি যা দেবেন তাই দেখাতে হবে, চিত্রপ্রদর্শকের নির্ব্বাচনের কোনও ব্যবস্থাই থাকবেনা, এটি সম্পূর্ণ যুক্তিবিরোধী।

তৃতীয় দল বলেন, ব্যক্তিগত বা যৌথ চিত্র প্রতিষ্ঠান এ জাতীয় ছবি তোলার কাজে উৎসাহ আগেও দেখান নি, পরেও একাজে তাঁরা নামবেন মনে হয় না, কারণ এই ধরণের ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের দুশ্চিন্তা আগের মতই রয়েছে। কাজেই একমাত্র সরকারী কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া এ জাতীয় চিত্রনির্ম্মাণ, প্রচার ও প্রসার সম্ভব নয়। সে কাজে চিত্রপ্রদর্শকদের কাছ থেকে সরকার এইটুকু সাহায্য অনায়াসেই চাইতে পারেন। চিত্রপ্রদর্শকরা যদি বিদেশী চিত্র প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই জাতীয় ছবি ভাড়া ক'রে এনে দেখাতে পারেন, তবে একই জাতীয় দেশীয় ছবিকেই বা তাঁরা জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করবেন না কেন?

এই বিভিন্ন বাদানুবাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই যুক্তি আছে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা মনে করি এই জাতীয় ছবি দেখাবার বাধ্যবাধকতা যেমন থাকা উচিত তেমনি বিনা ভাড়াতেই সেগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা উচিত। এমনিতেই তো চিত্রশিল্প থেকে সরকারী তহবিলে অর্থাগম বর্দ্ধিত আমোদকর ও অন্যান্য আকারে বেড়েই চলেছে। সেই টাকাটা চিত্রশিল্পের কোনও ব্যাপারে ব্যয় করা হয় না। নিউজ রীল ও ডকুমেণ্টারী ছবিকে জনপ্রিয় ও জনশিক্ষার বাহন করার কাজে নতুন করে আবার চিত্র-শিল্পের ওপরই চাপ না দিয়ে এই অর্থাগম থেকেই কাজ চালিয়ে নেওয়া উচিত। বিদেশী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ইংরাজী নিউজ রীল ও ডকুমেণ্টারী ছবি ভাড়া করে দেখাতে হয় বলেই ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রযোজিত ছবির ভাড়া ধার্য্য করতে হবে এটা সমর্থন করা চলে না। কেননা অনুরূপ যুক্তি দেখিয়ে অন্য কোনও চলচ্চিত্রানুরাগী দেশের গভর্ণমেণ্ট এ জাতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। সরকারী চিত্রের প্রচারমূল্য এবং জনকল্যাণের আদর্শ আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়গত নীতি এক নয়।

সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ছায়াছবির মাধ্যমে নিরক্ষর জনসাধারণ ও বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষাদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এমন কি এই উদ্দেশ্যে একটি ফিল্ম লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার বিষয় তাঁরা চিন্তা করছেন। বিভিন্ন ধরণের শিক্ষামূলক ও তথ্যবহুল ছবি—যার মধ্য দিয়ে প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে ভারতের সমগ্র ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি চিত্রিত করা হবে—এবং ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের জীবন কাহিনীর যথাযথ অবিকৃত চিত্ররূপও এই ফিল্ম লাইব্রেরীর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করবে। ভ্রাম্যমান প্রদর্শন ব্যবস্থার সাহায্যে এই চিত্রগুলি সুদূর পল্লীর ছাত্রদের কাছেও দেখানো হবে।

ইদানীং চলচ্চিত্র সম্পর্কিত সরকারী পরিকল্পনাগুলির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে। পরিকল্পিত চিত্রগুলির নির্ম্মাণকার্য্যের আয়োজন কবে এবং কতদিনে সম্পূর্ণ হবে তা জানার কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। এই ছবি তৈরীর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তাদের একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ছবির সংখ্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, ছবির সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষের দিকেই তাঁরা যেন বিশেষ নজর রাখেন।

গৌর চট্টোপাধ্যায়